জায়গিরদারি ব্যবস্থা বলতে কী বোঝায়? এই ব্যবস্থা মোগল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য কতখানি দায়ী ছিল?

মনসবদারি প্রথা চালু করে সম্রাট আকবর সরকারি কর্মচারিদের সুসংগঠিত করতে চেয়েছিলেন আর তখন থেকেই মনসবদাররা মোগল শাসনতন্ত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এসেছিল। মোগল আমলে এই মনসবদের বেতন কখনো নগদ অর্থের মাধ্যমে, অথবা কখনও বা জায়গীরের মাধ্যমে দেওয়া হত। আর যারা এই জায়গীরের অধিকারী হতেন তাদের বলা হত জায়গিরদার। এই জায়গীর দাররা তাদের উপর ন্যস্ত জায়গীর থেকে রাষ্ট্রনির্ধারিত যাবতীয় কর আদায় করত।

মোগল আমলে এমন কিছু জমি ছিল যেগুলি থেকে রাজস্ব সরাসরি মোগল রাজকোষে জমা পড়ত। এই জমি গুলিকে বলা হত খালিসা জমি। আবার কতগুলি জমি ছিল বণ্টনযোগ্য জমি সেগুলি মনসবদারদেরকে তখনও দেওয়া হয়নি। এই জমি গুলিকে বলা হত পাইবাকী জমি। এই পাইবাকী জমি মনসবদারদের কাছে বণ্টিত হলে তা জায়গীরে পরিণত হত সুতরাং সাম্রাজ্যের অধিকাংশ জমি মনসবদারদের হাতে জায়গীর হিসাবে ন্যস্ত হয়েছিল।

তাছাড়াও বাকি খালিসা জমির উপর জায়গীরদারদের কোনো ব্যক্তিগত মালিকানা থাকত না। জায়গীরদারদের বদলও করা হত আবার একজনের জায়গীর থেকে অন্য জায়গীরে বদলি করা হত একজনের জায়গীর। আর যে জায়গীরগুলি বংশানুক্রমিক ভাবে ভোগ করা হত সেই জমিগুলিকে বলা হত ওয়াতন জায়গীর। মোগল সাম্রাজ্যের স্থায়িত্বের জন্য এই সুসংবদ্ধ জায়গীরদারি ব্যবস্থার অবদান ছিল অনস্বীকার্য।

* মোগল সাম্রাজ্যের পতনে জায়গীরদারি সংকটের ভূমিকা :-

কিন্তু এই জায়গীরদারি ব্যবস্থাই পরবর্তী কালে মোগল সাম্রাজ্যের পতনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। ঔরঙ্গজেবের শাসনকালের শেষ পর্ব থেকে এই ব্যবস্থায় সংকট শুরু হয়। রাজধানীতে সম্রাটের দীর্ঘ অনুপস্থিতির জন্য উত্তরভারতের রাজনৈতিক অবস্থা কিছুটা বিপন্ন হয় এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে পাঞ্জাব, আগ্রা এবং অন্যান্য স্থানে কৃষক জমিদার অভ্যুত্থান মোগল সাম্রাজ্য সংকটকে আরও বাড়িয়ে তোলে। ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে অবিরাম যুদ্ধের ফলে বহু অর্থ ব্যয়িত হয়, যার ফলে জায়গীরদারি সংকট আরও ঘনীভূত হয়।

তবে এই জায়গীরদারি সংকট আবার প্রকট হয়েছিল সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে কারণ — এই সময় একদিকে জায়গীরের স্বল্পতা অন্যদিকে অসংখ্য মনসবদার আবির্ভাব ঘটে

এখানে সেখানে কেন্দ্রীয় শক্তির আড়ালে জায়গীরদারির ব্যবস্থার সংকট ঘনীভূত হয়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমে এই সংকট আরও আকার ধারণ করেছিল। আর ফলে সাম্রাজ্যের সর্বত্রই ভেঙে খান খান হয়ে গেছিল। ঐতিহাসিক বার্নিয়ে বলেছেন যে জায়গীরদারি ব্যবস্থায় অত্যাচার ও কৃষকের বিদ্রোহের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সুতরাং সঙ্কটের অবসান তাই যে জায়গীর হস্তান্তর ব্যবস্থার মধ্যে জায়গীরদারদের কৃষকদের উপর অত্যাচার করার বীজ নিহিত ছিল।

সম্রাট ঔরঙ্গজেবের উপদেশে কৃষকের আর্থিক জীবনে নিরাপত্তা ছিল না। যে সম্পর্কে সম্রাটরা অবগত ছিলেন। যেমন ঔরঙ্গজেবের জায়গীরদাররা কৃষকদের কাছ থেকে অন্যায়ভাবে অধিক অর্থ আদায়ের চেষ্টা করলে তারা ক্ষুব্ধ হয়। তাই সরকারি নিয়মকানুন অবহেলা করে জায়গীরদাররা যে অত্যাচার করতে সমর্থ হত তা বোঝা যায়। প্রকৃতপক্ষে জায়গীর প্রথা ছিল রাজস্বের কৃষকের নিরাপত্তার একটি কারণ। অত জমির উপর কোনো অধিকার প্রদান করা হত না। তাছাড়াও কৃষকের সামগ্রিক সম্পদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে জমিদারদের তুলনায় জায়গীরদারদের কোনো অবদান ছিল না। ফলে ব্যবসায়ী শ্রেণী একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ভূমিকা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়।

সপ্তদশ শতকের শেষভাগে এই জায়গীরদারি প্রথা ঔপনিবেশিক কালে পরিবর্তিত রাজনৈতিক ও ভূমি ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখতে অক্ষম হয়ে পড়ে। সুতরাং জায়গীরদারি প্রথা অষ্টাদশ শতকের সুদক্ষ সামরিক বাহিনীকে সাহায্য করে রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করতে ব্যর্থ হয়। ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে

শেষদিকে এই জায়গীরদারি প্রথা একটি অন্য রূপ গ্রহণ করে।

তবে এই জায়গীরদারি সংকট বিভিন্ন প্রশাসনিক দক্ষতাকে ব্যাহত করেছিল। কারণ এই জায়গীর থেকে অতি অল্প অর্থ আদায় হত। ফৌজদার, মনসবদার ও সুবাদাররা প্রচণ্ড আর্থিক সংকটে পড়ে, ফলে দিনযাপন করতে তারা ব্যর্থ হয় এবং পদ্ধতিতে জায়গীরদারদের কাছ থেকে প্রশাসনিক ও সামরিক দায়িত্ব পালনের কথা অনিশ্চিত হয়ে দাঁড়ায়। জায়গীরদারি সংকটের ফলে কৃষক সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচার আরও বৃদ্ধি পায় এবং জমিদাররা তাদের আর্থিক ভারের বোঝা কৃষকের উপর চাপিয়ে দেয়, যার ফলে কৃষকদের উপর উৎপীড়ন অনেকটাই বৃদ্ধি পায়। তাই ঐতিহাসিক সতীশচন্দ্র বলেছেন যে— "সপ্তদশ শতাব্দীতে রাজস্ব, চাহিদা ও অত্যাচারের ফলে কৃষকের অবস্থা একটি আশঙ্কাজনক রূপ ধারণ করেছিল"।